কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা : প্রকৃতি, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ" বাংলাদেশে এ বিষয়ে পরিচালিত এটি প্রথম গবেষণা কার্যক্রম । নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যাঁরা এ গবেষণা কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ ।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গবেষণা কমিটি বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা দিয়েছেন । কেন্দ্রের বেশকিছু অনুষদ তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন । মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিয়েছেন জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন এবং কাজী সাব্বির আহমেদ । উপাত্ত সারণীকরণ ও তথ্য সন্নিবেশনে বেগম নুসরাত সারমিন এর অবদান অনস্বীকার্য । কম্পিউটার টাইপিং এর কাজে জনাব শিবেন্দু শুক্লা দাস অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ।

এঁদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণা কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কোনভাবেই সম্ভবপর হ'ত না । আমরা আবারো তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আশা করছি, এ গবেষণায় উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল সংশ্লিষ্টদের উপকারে আসবে ।

কাজী হাসান ইমাম   মো: মোয়াজ্জেম হোসেন মিয়া

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
I	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i
II	সূচিপত্র	ii-iii
১.০	**প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা**	**১-৮**
	১.১ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পটভূমি ও প্রকৃতি	২
	১.২ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো	৫
	১.৩ গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা	৭
	১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	৭
	১.৫ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা	৮
২.০	**দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ**	**৯-১১**
	২.১ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	৯
	২.১.১ প্রশ্নমালা তৈরী	৯
	২.১.২ নমুনায়ন	১০
	২.২ উপাত্ত সন্নিবেশন ও সারণীকরণ	১০
	২.৩ বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১১
	২.৪ প্রতিবেদন সংগঠন পদ্ধতি	১১
৩.০	**তৃতীয় অধ্যায় : বিশ্লেষণ**	**১২-২৩**
	৩.১ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট ও বিদ্যমান অবস্থা	১২
	৩.২ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা	১৩
	৩.৩ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক প্রকৃতি	১৪
	৩.৪ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চশিক্ষা প্রশাসন ও সমস্যাবলী	১৫

৩.৫ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয় ২০

৩.৬ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষার বৈষম্য ও তার আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং করণীয় ২১

৩.৭ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ২২

৪.০ **চতুর্থ অধ্যায় : সুপারিশমালা ও উপসংহার** **২৪-২৫**

৪.১ সুপারিশমালা ২৪

৪.২ উপসংহার ২৫

সংযোজনী-১ . সারণীসমূহ ২৬-৪২

সংযোজনী-২ . প্রশ্নমালা ৪৩-৪৮

গ্রন্থপঞ্জি ৪৯-৫০

প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং উচ্চশিক্ষা উন্নয়নের সোপান হিসেবে বিবেচিত। একটি শিক্ষিত ও তথ্যসমৃদ্ধ সমাজ জীবনের মৌল সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর দক্ষ হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষা মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটায়, ব্যক্তিক প্রজ্ঞা ও আত্মসম্মানবোধ বাড়িয়ে দেয় এবং স্বকীয় সত্তা বিকাশে সহায়তা করে। বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চশিক্ষা সূক্ষ্ম অর্থে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আয় বৈষম্য হ্রাস করতে না পারলেও তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা স্তরের বৈষম্য সংকুচিত করে এবং ফলত: তা উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারীদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বহুমুখী সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে।[১]

আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার হার কম। উচ্চশিক্ষার হার খুবই নগন্য। তথাপি, উচ্চশিক্ষা লাভে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় দেশে বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা খুবই অপ্রতুল। দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নগন্য হারের বহুবিধ কারণের মধ্যে এটি অন্যতম।

দেশে বিরাজমান উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব, প্রশাসনিক ও কাঠামোগত দুর্বলতা, উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার অভাব, উচ্চশিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের যথা- উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যকার সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতি কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরণের অপূরণীয় বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। আর এ বৈষম্য শিক্ষার্থীদের পেশাগত জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল জাতি গঠনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

১। Ransom, Angela et al. Improving Higher Education in Developing Countries. EDI Seminar Series, The World Bank, Washington D.C. 1993 P.2

১.১ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পটভূমি ও প্রকৃতি

বর্তমানে দেশের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী কলেজসমূহের অনেকগুলোতে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুযোগ না থাকায় বেশকিছু সংখ্যক সরকারী কলেজকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু কলেজে দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবস্থা চালু আছে এবং সম্প্রতি বেশ কিছু কলেজকে এ ব্যবস্থার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমান সাধারণ কলেজ শিক্ষার কাঠামো হলো দু'বছর মেয়াদী পাস ডিগ্রী, তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) বা অনার্স ডিগ্রী এবং ২/১ বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রী। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষালাভের পর ৪ বছরের শিক্ষা। সাধারণত. দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেই অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষাদান করা হয়। তবে দেশের ৪৫৯ টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে বর্তমানে ৪৩ টি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্সে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ১২টি কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হয়। দেশের ৪৫৯ টি ডিগ্রী কলেজে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ডিগ্রী কলেজগুলোর শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় বার হাজার। ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকগণ স্নাতক পর্যায় ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান করেন। উপরোক্ত ৪৫৯টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে সরকারী কলেজের সংখ্যা ১৭৯টি এবং বাকী ২৮০ টি বেসরকারী কলেজ।

মূলত. আশির দশকের শুরুতে সিলেট মুরারী চান কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বরিশাল বি এম কলেজ এবং খুলনা ব্রজলাল কলেজকে আপগ্রেড করে ডিগ্রী প্রদানকারী কলেজে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে Pre-University Course থাকবে না। সেখানে তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং ২ বছরের মাস্টার্স কোর্স থাকবে[২]। পরবর্তীতে আরো বেশ

২। সিদ্দিকী, কাজল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় এর ভূমিকা ও কার্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১২, জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ২১।

ক'টি সরকারী কলেজকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষা প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে । কিন্তু এসকল কলেজে এখনো Pre-University Course অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও পূর্বের মত চালু রয়েছে । তবে, সামগ্রিক দিক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এসকল কলেজকে নিয়ন্ত্রণ করছে ।

পূর্বে এ কলেজসমূহে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল । বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশাসনের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন । উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোর্স পদ্ধতি চালু থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত কলেজসমূহে সনাতন ব্যবস্থা চালু ছিল । ফলে একই দেশের সাধারণ শিক্ষার উচ্চতর কোর্সে এক ধরণের দৈবত ব্যবস্থা চালু ছিল । নববুইয়ের দশকের গোড়ার দিকে দেশের ডিগ্রী প্রদানকারী সকল কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে এনে কলেজসমূহে সামগ্রিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সমতা আনার প্রয়াস নেয়া হয় । কিন্তু সামগ্রিকভাবে কলেজসমূহে পাঠক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমতা আনার প্রয়াস নিলেও এখানে এখনো সনাতন পদ্ধতির উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান । অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কোর্স পদ্ধতি চালু আছে । ফলে একই দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক ধরণের দৈবতব্যবস্থা চালু রয়েছে ।

১.১.১ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নামকরণ (Nomenclature)

সাধারণত: যে সকল কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স চালু আছে, সে সকল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে অবহিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ধারণা কোথা থেকে কেমন করে উদ্ভব হ'ল সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না । এর কোন আইনগত ভিত্তিও নেই । এ প্রসংগে অদ্যাবধি আইন পরিষদে কোন বিল উপস্থাপিত হয়নি । প্রশাসনিক কোন অর্ডিন্যান্সও জারী হয়নি । অথচ দেশের উল্লেখযোগ্য অনেক মহাবিদ্যালয়ের মূল ফটকে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ" নামাংকিত বিরাট সাইনবোর্ড শোভা পায় । জাতীয় পত্র পত্রিকায় ঐ সকল মহাবিদ্যালয়ের খবরাখবর ছাপানোর ক্ষেত্রে "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ" শব্দ ব্যবহার করা হয় ।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) একাধিক স্থানে বিশেষ গুরুত্বের সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (University College) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নের উদ্ধৃতাংশ দ্রষ্টব্য .

o Development of physical facilities at four selected University College (Jaganath College, Dhaka, Eden Girls College, Dhaka, B.M. College, Barisal and Charmichel College, Rangpore).

o Since 1984, seven University College are being developed to provide them with basic minimum physical facilitiers. Begining in the year 1992 - 93, a new scheme will be commissioned to upgrade 10 premier College into University College in each of the 10 old districts not covered by any university college at present. Expansion of post gtraduate teaching facilities at each of the 20 old district headquarters will, apart from expanding educational opportunities, relieve the present pressure on the general university to go for indiscriminate expansion.

o Academic inspection and supervision over the degree and University Colleges will be undertaken by two Affiliating Universities[৩].

BANBEIS প্রকাশিত "Education System of Bangladesh" শীর্ষক পুস্তিকায় বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে শিক্ষাদানের ক্ষেত্র হিসাবে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কতগুলো "Selected affiliated University College" এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। Government of the People's of Bangladesh. The Fourth Five Year Plan 1990-95, Planning Commission, Dhaka, p. X-18, Para 10.109,10.115 and 10.118 respectively.

কোন কোন রাষ্ট্রপতি দেশের বিভিন্ন জনসভায় কোন কোন ডিগ্রী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করার কথা ঘোষণা দিয়েছেন । কিন্তু বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কোন রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়নি । বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে কলেজকে উন্নয়নমূলক বিশেষ কোন বরাদ্দও দেয়া হয় না ।

১.২ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো ।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহে উচ্চশিক্ষার গুনগত মানের বৈষম্য ব্যাপক । এ বৈষম্য নিরপেক্ষ ও পরস্পর নির্ভরশীল বহুবিধ চলকের ওপর নির্ভরশীল । বৈষম্যের কারণ অনেক থাকলেও মূলত: ২টি প্রধান উপাদান এ বৈষম্যের ব্যাপকতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে । কারণ দু'টির একটি হচ্ছে মৌল শিক্ষা সুবিধাদির অভাব এবং অপরটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার স্তরিক বহুমুখীতা।

প্রথমত: মৌল শিক্ষা সুবিধা বলতে এখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় পাঠাগার, গবেষণাগার, অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ, তথ্য-প্রবাহ পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতি এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশকে নির্দেশ করা হয়েছে । সাধারণত: বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের শিক্ষকদের মধ্যকার মেধার বৈষম্য বিস্তর । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চাকুরীকালে অধিকতর মেধা বিকাশের যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন, যেমন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বা গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের শিক্ষকরা তা পান না। ফলে মেধা বিকাশে বৈষম্যের ব্যাপকতা সময়ের ধারায় আরো বৃদ্ধি পায় । তুলনামূলকভাবে অধিকতর মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পায় । এদিক থেকেও শিক্ষার্থীদের গুনগত মানে বৈষম্য আসে । তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারা না পারার জন্য অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থাও একটি শক্তিশালী নির্দেশক হিসাবে কাজ করে । এ জন্য প্রত্যেক অঞ্চলের অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীও তাদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় । মেধার এ বৈষম্য ছাড়াও রয়েছে পাঠাগার-গবেষণাগার ও

প্রয়োজনীয় পাঠ্য উপকরণের সমস্যা। প্রতিনিয়ত গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারায় উচ্চশিক্ষা জগতে যে নতুন নতুন তথ্য আসছে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে তার ছোঁয়া লাগেনা। প্রাপ্ত পাঠ্য-উপকরণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খুবই পুরনো এবং সংখ্যাগত দিক থেকে তা' অপ্রত্যাশিতভাবে অপর্যাপ্ত। গবেষণাগারের অবস্থাও একই রকম এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। পড়াশুনার জন্য এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সাধারণত লাইব্রেরী নির্ভর হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাজারে প্রাপ্ত পুস্তকাদির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এদিক থেকে কলেজ শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের অর্থনৈতিক পরিবারের উপর একদিকে যেমন অতিরিক্ত চাপ পড়ে, অন্য দিকে বাজারে প্রাপ্ত পুস্তকাদিও যথেষ্ট উন্নতমানের নয়। যাও বা পাওয়া যায় অর্থনৈতিক চাপের কারণে তাদেরকে জ্ঞান বিকাশের সংকীর্ণ সীমানায় ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হতে হয়।

দ্বিতীয়ত, কলেজ পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা একই শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং একই কলেজ প্রশাসনের অধীনে তা ব্যবস্থাপিত হয়। ফলে শিক্ষকরা যেমন এ দু'পর্যায়ের কোন পর্যায়েই সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে মনোনিবেশের সুযোগ পান না, তেমনি কলেজ ব্যবস্থাপকরাও কেবল চাল সামলানো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা ভাববার অবকাশ পান না।

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বলি, তবে আলোচিত দু'টি সমস্যাকে প্রথম এবং প্রধান অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কলেজে অট্টালিকা না বানালেও চলে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন পাঠ্য উপকরণ তুলে দেয়া একান্ত জরুরী। তাতে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের মধ্যকার শিক্ষার গুণগত মানের বৈষম্য কমে আসবে, অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। প্রথম পর্যায়ে নিবিড়ভাবে যদি আলোচিত সমস্যা দু'টির সমাধান করা যায়, তাহলে অন্যান্য সমস্যাগুলোর তীব্রতা সময়ের ধারায় দ্রুত হ্রাস পাবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বাদ দিলে শিক্ষকরা শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের সুযোগ পাবেন।

প্রশাসনিক জটিলতাও কমে আসবে এবং সামগ্রিকভাবে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটবে ।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

আমাদের দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাই নানাবিধ সমস্যা জর্জর । এ সমস্যা কলেজ পর্যায়ে আরো গভীর এবং ভয়াবহ । উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপ কমাতে এবং বলা হয়, সামগ্রিক উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে কলেজ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার [স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার] ব্যবস্থা করা হয়েছে । কিন্তু সে আংগিকে যে মৌল শিক্ষা সুবিধা সেখানে দেয়ার প্রয়োজন ছিল তা দেয়া হয়নি । দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা কতটা যৌক্তিক ও কার্যকরী , এ ব্যবস্থা প্রচলনের উৎপাদ (out-put) কি -- দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও এ নিয়ে কোন পর্যায়েই তেমন কোন কাজ হয়নি । দেশের এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার সাথে জাতির নানাবিধ উন্নয়নের প্রশ্ন জড়িত -- তার এ অবহেলিত চিত্র নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য দুঃখজনক । আর তাই, এ ব্যবস্থার কিছু বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরার জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ।

এ গবেষণার ফলাফল একদিকে যেমন সংশ্লিষ্টদের সামনে প্রতিপাদ্য বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিশ্লেষিত তথ্য তুলে ধরেছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারী নীতি প্রণয়নে সহায়তা দিতে পারবে, অন্যদিকে, তা বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মজীবন উন্নয়ন পাঠক্রম সমূহে প্রশিক্ষণ উপকরণ/পাঠ্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

দেশের উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া যদি সুব্যবস্থাপিত না হয়, তা'হলে তার নেতিবাচক প্রভাব সমাজ ও উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে পড়তে বাধ্য । দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কাম্য উন্নয়নে অনগ্রসরতা, বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এ কারণে বহুলাংশে প্রভাবিত হতে পারে । যে সিদ্ধান্ত ও ধারণার আলোকে কলেজসমূহকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা কতখানি যৌক্তিক

ও কার্যকরী তাও বিশ্লেষিত ও মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। এসব বিবেচনায় চলতি গবেষণায় নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :

১। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ (Background Analysis);

২। উপর্যুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান এবং তুলনামূলক প্রকৃতি, সমস্যা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা প্রদান;

৩। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে বিদ্যমান ব্যবধান ও দ্বৈত ব্যবস্থার প্রভাব পর্যালোচনা এবং

৪। দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

১.৫ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

গবেষণাতে মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলতঃ নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ থেকেই প্রশ্নমালা জরীপের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট কলেজ প্রশাসন, শিক্ষার্থী ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া হয়েছে। সময় ও বাজেট স্বল্পতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ডিগ্রীধারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। তবে এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মতামত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কলেজ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা বোঝার জন্য রাজধানী শহর থেকে ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মানিকগঞ্জ জেলাস্থিত সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ এবং পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে তথ্য সংগ্রহের নমুনা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। এ তিনটি কলেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেশের কলেজ পর্যায়ের সামগ্রিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ

২.১ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

মূলত: তিনটি পদ্ধতিতে চলতি গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমত, মাধ্যমিক পর্যায়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জড়িত মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া হয়েছে, যাতে করে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেশের কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা, ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেয়া যায়। তৃতীয়ত, প্রশ্নমালা জরীপের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। প্রশ্নমালা জরীপের ক্ষেত্রে কলেজ প্রশাসন ও যে সকল বিভাগে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে সে সকল বিভাগের নির্বাচিত শিক্ষকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.১.১ প্রশ্নমালা তৈরী

বিস্তারিত জরীপ কার্য পরিচালনার পূর্বে মাধ্যমিক পর্যায়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং ক'জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে প্রাথমিক প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। এ প্রশ্নমালা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষক ও কলেজ প্রশাসকদের মাধ্যমে পূর্ব-পরীক্ষা (Pre-test) করা হয়। পূর্ব-পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাবর্তন-তথ্য (Feed-back Information) সন্নিবেশনের মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়। মূলত: প্রশ্নমালাকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়। প্রথম অংশের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত ও পেশা সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় অংশে সংশ্লিষ্ট কলেজের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তৃতীয় অংশে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সংযোজিত হয় (সংযোজনী-২)। উত্তরদাতারা যাতে তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিস্তারিত তথ্য প্রদানে সক্ষম হন, এজন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে Open-ended প্রশ্নের ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১.২ নমুনায়ন

প্রাথমিকভাবে কলেজের অবস্থানিক সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে পূর্বোক্ত তিনটি কলেজকে নির্বাচন করা হয়, যাতে প্রাপ্ত তথ্যে সারাদেশের কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাব্য সামগ্রিক চিত্রের প্রতিফলন থাকে । নির্বাচিত কলেজগুলো থেকে উদ্দেশ্যমূলক দৈবচয়িত নমুনায়ন (Purposive Fandom Sampling) পদ্ধতিতে নিম্নরূপে মোট ৮২ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয় :

চিত্র-১ : নমুনায়ন নকশা

নমুনা আয়তন

৮২(১০০%)

ইডেন মহিলা কলেজ ঢাকা		দেবেন্দ্র কলেজ মানিকগঞ্জ		পটুয়াখালী কলেজ পটুয়াখালী	
২৮(৩৪.১৪%)		২৭(৩২.৯৩%)		২৭(৩২.৯৩%)	
কলেজ প্রশাসন	শিক্ষক	কলেজ প্রশাসন	শিক্ষক	কলেজ প্রশাসন	শিক্ষক
২(২.৪৪%)	২৬(৩১.৭০%)	২(২.৪৪%)	২৫(৩০.৪৯%)	২(২.৪৪%)	২৫(৩০.৪৯%)

২.২ উপাত্ত সন্নিবেশ ও সারণীকরণ

গবেষণার মূল উদ্দেশ্যাবলীকে সামনে রেখে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে । তথ্যাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একমুখী সারণী (Simple Tabulation) ও বহুমুখী সারণীর (Cross-Tabulation) ব্যবহার করা হয়েছে । সারণীতে উপাত্তসমূহ প্রকৃত সংখ্যায় ও শতাংশে দেখানো হয়েছে । যে সকল সারণী একাধিক উত্তর (multiple choice) সমৃদ্ধ প্রশ্নাবলী থেকে তৈরী করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে মোট প্রকৃত নমুনাকে ভিত্তি করে শতাংশ হিসাব করা হয়েছে ।

২.৩ বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত: প্রাথমিক উৎসের তথ্য থেকে তৈরীকৃত সারণী অনুসরণ করা হয়েছে । অর্থাৎ উপস্থাপিত সারণীর আলোকে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে । তবে, ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্লেষণে মাধ্যমিক উৎসের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে । এছাড়া বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে ।

২.৪ প্রতিবেদন সংগঠন পদ্ধতি

গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য ও সহজে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়াস নেয়া হয়েছে । সামগ্রিক প্রতিবেদনটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে । প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা (প্রতিপাদ্য বিষয়ের পটভূমি ও প্রকৃতি, গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য এবং পরিধি ও সীমাবদ্ধতাসহ), দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ, তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল (উত্তরদাতাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্যাবলীসহ সামগ্রিক ব্যবস্থার তুলনামূলক প্রকৃতি, সমস্যা, সমস্যা উত্তরণের উপায় ও কর্মপন্থা নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ বিশ্লেষণ

জাতির উচ্চাকাংখা পূরণের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষাই প্রধান অবলম্বন। উচ্চশিক্ষা মানুষের চিত্তকে নির্ভীক ও নিঃশংক করে এবং মানুষকে যথার্থ অর্থে সংস্কৃতিবান ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা বিশেষ দক্ষতা দান করে, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে অধিকতর বাস্তবমুখী হতে শেখায়, সম্পদ, সময়, শ্রম ও মেধার অপচয় না ঘটিয়ে এবং এগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের সাহায্যে পেশাগত উৎকর্ষতা আনে পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা। উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা যথোচিত নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মানুষকে শক্তি ও ক্ষমতা দান করে এবং জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.১ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট ও বিদ্যমান অবস্থা

১৯২১ সালে আবাসিক উচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া এ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই থেকে যায়[৪]। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে বর্জন করা হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এর আওতাধীনে নিয়ে আসা হয়। এরপর রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে রাজশাহী বিভাগের সকল কলেজ এবং সাবেক বরিশাল ও পটুয়াখালী ছাড়া খুলনা বিভাগের সকল কলেজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সকল কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে থেকে যায় ঢাকা বিভাগের সকল কলেজ এবং সাবেক বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার সকল কলেজ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক রূপে স্থাপিত এবং এর আওতাধীনে কোন কলেজ ছিলনা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও পরবর্তীতে দেশে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৪। ইসলাম, প্রফেসর ড. এ কে এম নূরুল, সরকারী কলেজ প্রশাসন: সমস্যা ও সম্ভাবনা, সেমিনার পেপার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৩।

ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নব্বুইয়ের দশকে এসে দেশের কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দেশের কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এর আওতাধীনে নিয়ে আসা। একে এক অর্থে এজন্য একটি ইতিবাচক পরিবর্তন বলা যায় যে, ইতোপূর্বে কলেজগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে থাকায় পাঠ্য, সময় ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বৈষম্য ছিল, এখন তা' অনেকাংশে ঘুচেছে। তবে এখনো বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বৈত ব্যবস্থা বিরাজ করছে। আর সামগ্রিকভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর উপর চাপ পড়েছে অত্যাধিক। BANBEIS এর ১৯৯২ সালের প্রতিবেদন মতে, দেশে ৪৩টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) এবং ১২টি কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা দান করা হয়। এসকল কলেজগুলোতে অনার্স কোর্সে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার। এগুলোসহ দেশের সর্বমোট ৪৫৯টি ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকগণ স্নাতক পর্যায় ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে থাকেন। বিশেষত: বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় অন্তর্ভুক্ত থাকায় এখানকার কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হার গড়ে ১:১৬ এবং সাধারণভাবে ১:০৫ থেকে ১:২৮ (সারণী-১)[৫]। কলেজ সমূহে এ হার গড়ে ১:৬০। কোন কোন কলেজের কিছু কিছু বিভাগে এ হার ১:১৫০ থেকে ১:২০০। প্রসংগত উল্লেখ্য, এনাম কমিটির রিপোর্টে শিক্ষক-ছাত্রের আদর্শ হার ১:৪৫ বলে নির্দেশ করা হয়েছিল। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে রয়েছে ব্যাপক শূন্যপদের সমস্যা এবং এনাম কমিটি রিপোর্ট মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির সমস্যা।

৩.২ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা

চলতি গবেষণার উত্তরদাতাদের বেশীর ভাগই (৮৫.৩৬ শতাংশ) চল্লিশোর্ধ বয়স শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং শিক্ষকতা জীবনে তাঁদের সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা

৫। Bangladesh Educational Statistics, 1991, BANBEIS, Dhaka, 1992, P.74 এর সারণী থেকে হিসাবকৃত।

রয়েছে । উত্তরদাতাদের ৬৫.৮৫ শতাংশ বিশ বছরের বেশী এবং ৮২.৯২ শতাংশ পনের বছরের বেশী কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন (সারণী-২)। তবে মেধাগত দিক থেকে তাঁরা প্রধানত: মধ্যম শ্রেণীর (সারণী-৩) । ছাত্র জীবনে উচ্চ পর্যায়ে ভাল মেধার পরিচয় দিয়েছেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা খুবই কম এবং তাঁরা মূলত: কম বয়স শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । চাকুরী জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের শিক্ষকরা যে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তা খুবই অপ্রতুল, নিজস্ব বিষয়ের সাথে সংগতি নেই এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ থেকে তারা পুরোমাত্রায় বঞ্চিত বলা চলে (সারণী-৪) । গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনটি কলেজের যে সকল বিভাগে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়েছে, সে বিভাগগুলোর মোট শিক্ষকের ৯১.৫৮ শতাংশ স্নাতক পর্যায়ে এবং ৭৯.১২ শতাংশ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানে সক্ষম (সারণী-৫ ও ৬)। তবে, বিশেষজ্ঞমহলে অনেকেই মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পাঠদানে সক্ষম উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব প্রকট ।

৩.৩ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক প্রকৃতি

প্রথম অধ্যায়ে এবং চলতি অধ্যায়ের ৩.১ অনুচ্ছেদে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বেশ কিছু তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ তথা সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকটের বিষয়টির উদ্ভব হয়েছে মূলত: সরকারী ভ্রান্ত নীতির কারণে। এনাম কমিটি সরকারী কলেজের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে । কিন্তু একাজে কমিটির অনুসৃত নীতি যে যুক্তিযুক্ত হয়নি তা সহজেই অনুমেয় । উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজী আবশ্যিক বিষয় । ডিগ্রী স্তরে এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অন্যান্য বিষয়গুলো নৈর্বাচনিক । কিন্তু প্রতি বিষয়ে শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণকালে (দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া) সকল বিষয়ে মোটামুটি সমান সংখ্যক শিক্ষক নির্ধারণ করা হয়েছে । যে সব কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে) সেখানেও আনুপাতিক হারে শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারিত হয়নি[৬] । তাছাড়া মফস্বল ও শহর নগর ভেদে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বা

৬। ইসলাম, প্রফেসর এ, এফ এম নুরুল. সরকারী কলেজ প্রশাসন - সমস্যা ও সম্ভাবনা, সেমিনার পেপার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৩ পৃ. ৩০।

অন্যান্য সরকারী কলেজসমূহে শিক্ষার্থী সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে । অর্থাৎ যেসকল কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশী সেখানে অধিক সংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজন । কিন্তু এনাম কমিটি এ সমস্যাগুলো তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা ব্যতিরেকেই শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারণ করেছে । যার ফলে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হয়েছে প্রকটভাবে । আবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর ক্রমাগত চাপ এড়াতে কতগুলো কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে । এ কলেজগুলোতে তুলনামূলকভাবে শিক্ষকদের মান ভাল হলেও স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে[৭]।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণে সকল উত্তরদাতাই মূলত: দু'টি পর্যায়ের মৌলিক শিক্ষা সুবিধাদির বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন (সারণী-২) এবং এর ফলে সামগ্রিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা যে জাতীয় জীবনে নানাবিধ নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনছে তা নির্দেশ করেছেন । বেশিরভাগ উত্তরদাতা কলেজ পর্যায়ে গ্রন্থাগার, পরিবেশ ও শিক্ষা উপকরণের প্রচণ্ড অভাবের কথা (৮২.৯৩ শতাংশ), শিক্ষকদের স্বল্পতা ও যোগ্যতার বৈষম্য (৪৬.৩৪ শতাংশ), অন্যান্য সুযোগ সুবিধার নিম্নমাত্রা ও অপ্রতুলতা (২১.৯৫ শতাংশ) এবং গবেষণার সুযোগের অভাব (১৭.০৭ শতাংশ) ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছেন ।

৩.৪ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চশিক্ষা প্রশাসন ও সমস্যাবলী

অধ্যক্ষ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হলেও বিভিন্ন পর্যায় থেকে তিনি একদিকে যেমন সহযোগিতা পেয়ে থাকেন, অন্যদিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে তার জবাবদিহিতার দায়ভার। সরকারী পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে দায়িত্ব বহন করে । আবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এ কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে । উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড । শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি কলেজ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করলেও

৭। ইসলাম, প্রফেসর এ, এফ এম নুরুল, সরকারী কলেজ প্রশাসন : সমস্যা ও সম্ভাবনা, সেমিনার পেপার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৩ পৃ. ৩১।

পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে । শিক্ষা মন্ত্রণালয় সাধারণত: জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ (যদিও বাস্তবে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোন নিশ্চিত শিক্ষানীতি নেই), শিক্ষানীতির সমন্বয় বিধান, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সংগতি ও সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দকরণ, আন্ত:মন্ত্রণালয় বিষয়াবলী, শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা, শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদসমূহে নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে । আর শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদান, শিক্ষা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং সামগ্রিক অর্থে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা [৮] । জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একাডেমিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করে । গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকে । স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের মূল দায়িত্ব অধ্যক্ষের হলেও প্রত্যেক বিভাগীয় প্রশাসনের জন্য রয়েছেন এক একজন বিভাগীয় প্রধান । প্রত্যেক কলেজেই একটি করে শিক্ষক- পরিষদ থাকে । শিক্ষক-পরিষদের সভাপতি হিসেবে অধ্যক্ষের নেতৃত্বে শিক্ষক-পরিষদ যেভাবে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকেন .

- পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন.
- পাঠ পরিকল্পনার নিজস্ব পদ্ধতি নির্বাচন করা,
- শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব জাগ্রত করা এবং কলেজের কাজে শিক্ষকদেরকে স্বত:স্ফূর্তভাবে আগ্রহী করে তোলা,
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন উচ্ছৃংখল আচরণ লক্ষ্য করলে সমবেতভাবে তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস নেয়া,
- বিভিন্ন ধরণের সহ-পাঠক্রম কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা,
- কলেজের উন্নয়নমূলক কাজে অধ্যক্ষকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা এবং
- কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনার্থে শিক্ষকদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি ।

ছাড়া কলেজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ছাত্র সংসদের ভূমিকাও যথেষ্ট । পরোক্ষভাবে এ ভূমিকা প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে ।

৮। ইসলাম, প্রফেসর এ, এফ এম নূরুল, সরকারী কলেজ প্রশাসন : সমস্যা ও সম্ভাবনা, সেমিনার পেপার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৩. পৃ. ৩-৪ ।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা প্রশাসন ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ জটিলতায় ভুগছে । বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ সকল সরকারী কলেজের পদগুলো বদলীযোগ্য । এঁরা সবাই বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা । ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিবর্তে যখন সাধারণ সরকারী কলেজ থেকে বদলীপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক আসেন, তখন সে কলেজের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধ্য । বর্তমানে শিক্ষা ক্যাডারের আয়তন ও কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দশ হাজারে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু সকল স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সে গুলোর ব্যবস্থাপনার জন্য সে অনুপাতে জনবল বৃদ্ধি পায়নি । শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি/দু'টি শাখার পক্ষে শিক্ষার এতবড় ক্যাডার সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব নয় । প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান ত্রুটি । কলেজসমূহকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সীমিত বলে কলেজসমূহকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদপ্তরের এবং তার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয় । একই কাজে অধিদপ্তরের পুনরাবৃত্তিতে কলেজসমূহে কাজের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় । উদাহরণস্বরূপ, কলেজের কন্টিজেন্সি বরাদ্দ পেতে আর্থিক বছরের প্রায় ৩/৪ মাস সময় চলে যায় । যখন অধিদপ্তর থেকে বার্ষিক যবচ্যাদি নির্বাহের বরাদ্দপত্র পাঠানো হয়, তখন তাতে ব্যয়ের খাতগুলো উল্লেখ থাকে । অথচ কলেজকে বিভিন্ন খাতে খরচের অনুমতি চেয়ে পুনরায় মহাপরিচালকের আদেশপত্র সংগ্রহ করতে হয় ।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয় না । ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু শিক্ষাদান, পড়াশুনা ও অপচয় রোধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা যথাসময়ে হচ্ছেনা । শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য প্রশাসকের অভাব রয়েছে । বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না । শিক্ষকদের দ্বারা সাধারণতঃ প্রশাসনিক ক্ষেত্রের পদগুলো পূরণ করা হয় । তাদের সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত । ফলে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় যতটা কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা উচিত ততটা কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না ।

আইন-পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের পরিবর্তে প্রশাসনিক আদেশ বলে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার প্রবণতা এদেশের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি । শিক্ষানীতিকে যতদিন জাতীয় নীতিসমূহের অংশ হিসেবে গুরুত্ব দেয়া না হবে ততদিন শিক্ষানীতি সমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না ।

কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে, কলেজ অধ্যক্ষগণের কার্যকরী প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা, কলেজ অংগনে বিপর্যস্ত শৃংখলা পরিস্থিতি, গভর্নিং বডিসমূহের নিষ্ক্রিয়তা, কলেজ প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের, যথা শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গভর্নিং বডি, জেলা ও স্থানীয় কলেজ প্রশাসন প্রভৃতির কাজের সমন্বয়ের অভাব । চলতি গবেষণার উত্তরদাতারা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অসুবিধা/সমস্যাসমূহ বলতে প্রধানতঃ মৌল শিক্ষা সুবিধার অভাবের কথা নির্দেশ করেছেন (সারণী ১০ ও ১২) । কিন্তু এত সব অসুবিধা সত্বেও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন (সারণী-১১) । যে ধারণার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সৃষ্টি সেটাই তাদের এ রায়ের যুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্বেও উত্তরদাতারা প্রায় সকলেই "কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের" বিষয়টি ধনাত্মক দৃষ্টিকোণে দেখেছেন । তাদের মতামতে সময়মত পরীক্ষা নেয়া ও সেশনজট থেকে নিস্কৃতি পাওয়া (৮২.৯৩ শতাংশ), সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উচ্চশিক্ষার গুনগত মানের সমতা বিধানের (৪৮.৭৮ শতাংশ) বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে (সারণী-৮) । তবে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম বর্তমান আংগিকে একটি মাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠুভাবে সম্ভব নয় (৩৯.০২ শতাংশ) এবং এখানে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে (৪১.৪৬ শতাংশ) বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন (সারণী-৯) ।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চশিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে আরো বেশ কিছু জটিলতর সমস্যা রয়েছে । প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ছাড়াও এখানে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম । এনাম কমিটি

অযৌক্তিকভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে[৯]। রাজধানীসহ বড় বড় নগরীর কলেজসমূহে শূন্য পদের সংখ্যা তেমন বেশী না থাকলেও মফস্বল কলেজগুলোতে শূন্য পদের আধিক্য সর্বাধিক। অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান[১০]। অধিক কিংবা সমপরিমাণ চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ের শিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদ না থাকার কারণে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষক উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং তাঁর কাছ থেকে কাম্য সেবা পাওয়া যায় না।

প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা না করেই উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন নতুন কলেজে উচ্চশিক্ষা চালু করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার উন্নত মান বজায় রাখার পরিবর্তে গুরুতর অবনতি ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একই শিক্ষক স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা দান ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক 'পাস' পর্যায়ে শিক্ষাদান করে যাচ্ছেন। ফলে কোন শিক্ষকের পক্ষে পাঠদানের উন্নতমান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গ্রন্থাগার উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়ক নয়। প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাব রয়েছে। পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কলেজে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না। উপযুক্ত সরঞ্জাম সমৃদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণাগার ছাড়াই অনেক কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণও সন্তোষজনক নয়। ফলে, বিজ্ঞান শিক্ষা হয় নামমাত্র। উচ্চশিক্ষা নিয়েও তাই দেশের বিজ্ঞান উন্নয়নে তারা কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। স্নাতক 'পাস', স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে বিদ্যমান একটি বিশেষ সমস্যা।

৯। ইসলাম, প্রফেসর এ, এফ এম নূরুল, সরকারী কলেজ প্রশাসন : সমস্যা ও সম্ভাবনা, সেমিনার পেপার, বিসিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩১-৩২।

১০। এনাম কমিটির রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৬।

শিক্ষার সকল পর্যায়ে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা একটি অতি জটিল ও ব্যয়সাধ্য কাজ। কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এজন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের খুব অল্প ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করে দেয়া হয়। সাধারণত. এ পর্যায়ে কতগুলি বই পড়বার পরামর্শ দেয়া হয়। এ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা থেকে অনেক কম থাকায় পাঠ্যপুস্তকের বেলায় দুর্নীতির বড় একটা সুযোগ থাকেনা। তথাপি, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে এসকল পুস্তক তাদেরকে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া যায়।

উচ্চশিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর অনুপাতে দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। যা আছে, তাতে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কলেজগুলোতেও যেহেতু সন্ত্রাসের ঢেউ এসে পড়েছে, সে কারণে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখা কলেজ প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিতে পারলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত পোষণ করেন।

৩.৫ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয়

উত্তরদাতারা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মূলত মৌল শিক্ষা-সুবিধাদি বৃদ্ধি বা তার অভাব পূরণের কথা নির্দেশ করেছেন (সারণী-১৪)। এছাড়া অন্য যে সকল বিষয়ের প্রতি তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো, বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ইনসেন্টিভ প্রদান করা (৫০.৪৯ শতাংশ), শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতি থেকে বিরত রাখা (৫৩.৬৩ শতাংশ), ক্যাম্পাসকে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা (৫৩.১০ শতাংশ) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটানো (৫৩.৬৬ শতাংশ)। মৌল শিক্ষা-সুবিধার মধ্যে তাঁরা শ্রেণীকক্ষ ও গ্রন্থাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা (৮৭.৮০ শতাংশ), গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা (৭৮.০৫ শতাংশ), আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ করা (৭০.৭৩ শতাংশ), জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষকদের শূন্যপদগুলো পূরণ করা (৯০.২৩ শতাংশ), প্রয়োজনীয়

সংখ্যক নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা (৯২.৬৮ শতাংশ), শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা (৮০.৪৯ শতাংশ), সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি/বৃদ্ধি করা (৬০.৯৮ শতাংশ) এবং শিক্ষকদের পদোন্নতিজনিত বদলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহের মধ্যে সীমিত রাখা (৮০.৪৯ শতাংশ) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এসব মৌলিক শিক্ষা-সুবিধাদির অভাব পূরণের ক্ষেত্রে সরকারকেই তাঁরা ভূমিকা পালনকারী সংস্থা হিসেবে নির্দেশ করেছেন। তবে সেশনজট দূর করা ও ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ভূমিকা পালনকারী সংস্থা হলেও, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন (সারণী-১৩)।

৩.৬ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহে উচ্চশিক্ষার বৈষম্য ও তার আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং করণীয়

গুণগত মানের দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষার বৈষম্য বিস্তর। এর মূল কারণও প্রধানত: দু'টি। একটি হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা-সুবিধার অভাব এবং অপরটি হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বা শিক্ষকদের উপর অতিমাত্রার চাপ।

চলতি গবেষণার উত্তরদাতারা এ বিষয় দু'টিকে যেভাবে দেখেছেন, তা হলো: বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষকগণ পাঠদান করে থাকেন (৬৩.৪১ শতাংশ), সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত নিম্ন (৪৬.৩৪ শতাংশ), সেখানে সামগ্রিকভাবে বৃহৎ ও উন্নত পরিবেশ বিদ্যমান (৩৯.০২ শতাংশ) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে (৪৮.৭৮ শতাংশ) ইত্যাদি (সারণী-১৫)।

সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর উপর্যুক্ত বৈষম্যের প্রভাব অত্যন্ত নেতিবাচক বলে উত্তরদাতারা মতামত দিয়েছেন (সারণী-১৬)। তাঁদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষিত যুবকদের মন-মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের

মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকে। ফলে কলেজ গ্রাজুয়েটরা কর্মসংস্থানের দিক থেকে বৈষম্যের শিকার হয় (৯০.২৪ শতাংশ)। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত মানের এ বৈষম্যের উত্তরণ ঘটানো না গেলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সকল স্তরে দক্ষতার মারাত্মক ধ্বস ঠেকানো যাবেনা (৩৬.৫৯ শতাংশ)। উপর্যুক্ত বৈষম্যের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও সিলেবাস ভিত্তিক সীমিত জ্ঞানের জন্য ডিগ্রীধারীদেরকে বেকার থাকতে হয় এবং ফলে তারা নানাবিধ সামাজিক অপকর্মে লিপ্ত হয় (৬৯.৫১ শতাংশ)। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে উত্তরদাতারা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করেছেন (সারণী-১৪ ও ১৫)।

- জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে।
- কলেজসমূহে যদি উচ্চশিক্ষার সুযোগ চালু রাখতেই হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় মৌলিক-শিক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- কলেজসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- কলেজ শিক্ষকদেরকে দেশে ও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা মাঝে মাঝে ক্লাশ নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৫ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার এ অভাবকে আরো তীব্রতর করে তুলছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো তীব্রতর হবে। সুতরাং জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দেয়া যাবে না বা সমীচিন হবে না। সমস্যার সমাধানে একই সাথে দ্রুত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঝুঁকি নেওয়া সরকারের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে, কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার চিহ্নিত সমস্যা উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। প্রথমে সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে তার উত্তরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তুলে দেয়া সমীচিন হবে না, তেমনি এখানকার মৌল শিক্ষা-সুবিধা বৃদ্ধি করা না গেলে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের ধারায় এ ব্যবস্থা যে প্রভাব বয়ে আনবে তাও কাম্য নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ সুপারিশমালা ও উপসংহার

৪.১ সুপারিশমালা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণীত সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো .

- বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রণীত রূপরেখার আলোকে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে ।

- বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে ।

- বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৌলিক শিক্ষা-সুবিধাদি (যেমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগার, প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ বিজ্ঞান গবেষণাগার ইত্যাদি) কুণ্ঠিত সুবিধাদির অভাব পূরণ করতে হবে ।

- বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের শিক্ষকদের পদোন্নতিজনিত বদলী বা সাধারণ বদলী শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

- শিক্ষকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত বৈষম্য ও জটিলতা নিরসন করতে হবে।

- বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ইনসেনটিভ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

- উন্নতমানের পুস্তক প্রণয়নের জন্য যথার্থ আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় "প্রকাশনা কেন্দ্র" স্থাপন করা যেতে পারে যেখান থেকে সুলভ মূল্যে পাওয়ার জন্য বিদেশের প্রয়োজনীয় ভাল বই চুক্তি সাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে ।

- জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনুসরণ করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে ।

- কলেজ শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ দিতে হবে ।

- দেশের সাবেক জেলাগুলোতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ চালু করা যেতে পারে, যাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি সমস্যা দূর করা যায় ।

- ভর্তির সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যোগ্যতার ভিত্তিতে সীমিত রাখতে হবে ।

- প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজন ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা দূর করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদির মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তোলার প্রয়াস নিতে হবে ।

- একটি পূর্ণাংগ শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং তাতে কলেজ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব ও সুষ্ঠু প্রতিফলন থাকতে হবে , এবং

- কলেজ থেকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে ।

৪.২ উপসংহার

দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে । স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবেলার জন্য নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা সম্প্রসারণের থেকে এ ব্যবস্থা অধিকতর ব্যয়-ফলপ্রদ (Cost-effective) । তবে, এক্ষেত্রে মৌল শিক্ষা-সুবিধাদির অভাব পূরণ করা অতীব জরুরী ।

কলেজ পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের এক অবহেলিত অধ্যায় । সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ এদিকে যথার্থ দৃষ্টি দিলে তা' দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায় ।

সংযোজনী-১

সারণী ১ : বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার, ১৯৯১

প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১,৩১৭	২২,৯২০	১.১৭
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪৩	৯,৯০৬	১.২৮
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৪২৯	৬,৮৭১	১.১৬
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	২৩৭	২,৯৫৮	১.১২
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৩	৪,২০২	১.১০
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৭	৪,৭৯২	১.১০
ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়	৪৯	৭৮১	১.১৬
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	১৬	৮০	১.০৫
মোট/গড়	৩,২২১	৫১,৭৭৫	১:১৬

সূত্র . Bangladesh Educational Statistics, 1991, BANBEIS, Dhaka, 1992, p.74.

সারণী ২ : পেশাগত অভিজ্ঞতা ও বয়স অনুসারে উত্তরদাতাদের বিবরণ

বয়সের শ্রেণী (বৎসর)	অভিজ্ঞতা (বৎসর) >৫-১০	১১-১৫	১৬-২০	২১-২৫	>২৫	মোট	(%)
৩১-৩৫	৪	-	-	-	০	৪	(৪.৮৮)
৩৬-৪০	-	৮	-	-	-	৮	(৯.৭৬)
৪১-৪৫	-	২	১২	২	-	১৬	(১৯.৫১)
৪৬-৫০	-	-	২	২০	১২	৩৪	(৪১.৪৬)
৫১-৫৫	-	-	-	-	২০	২০	(২৪.৩৯)
মোট (%)	৪ (৪.৮৮)	১০ (১২.২০)	১৪ (১৭.০৭)	২২ (২৬.৮৩)	৩২ (৩৯.০২)	৮২ (১০০.০০)	

* বন্ধনীর মধ্যে শতাংশ দেখানো হয়েছে ।

সারণী ৩ . শিক্ষার স্তর ও অর্জিত ফলাফল অনুসারে উত্তরদাতাদের বিস্তরণ

শিক্ষার পর্যায়	অর্জিত ফলাফল (শ্রেণী/বিভাগ) অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা				
	প্রথম	দিবতীয়	তৃতীয়	মোট	(%)
পি.এইচ.ডি/সমমান	৬ (৭.৩২)	–	-	৬	(৭.৩২)
স্নাতকোত্তর	১০ (১২.২০)	৭২ (৮৭.৮০)	-	৮২	(১০০)
স্নাতক/স্নাতক(সম্মান)	২ (২.৪৪)	৭২ (৮৭.৮০)	৮ (৯.৭৫)	৮২	(১০০)
এইচ.এস.সি	১৮ (২১.৯৫)	৫২ (৬৩.৪১)	১২ (১৪.৬৩)	৮২	(১০০)
এস.এস.সি.	২৬ (৩১.৭০)	৫৪ (৬৫.৮৫)	২ (২.৪৪)	৮২	(১০০)

* বন্ধনীর মধ্যে শতাংশ দেখানো হয়েছে ।

সারণী ৪ : গৃহীত প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মেয়াদ অনুসারে উত্তরদাতাদের বিস্তরণ

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (মাস) অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা					
	>১	১-৬	৭-১২	<১২	মোট	(%)
সিভিল ডিফেন্স	৬	-	-	-	৬	(৭.৩১)
সামার সেমিনার	১০	-	-	-	১০	(১২.২০)
বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	-	২৮	-	-	২৮	(৩৪.১৫)
স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ	৬	-	-	-	১০	(৭.৩২)
জনসংখ্যা শিক্ষায় প্রশিক্ষণ	১০	-	-	-	১০	(১২.২০)
ডিগ্রীকলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স	-	৪	-	-	৪	(৪.৮৮)
রোভার্স বেসিক ও টেকনিক্যাল কোর্স	৪	-	-	-	৪	(৪.৮৮)
উচ্চতর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	৮	২	-	-	১০	(১২.২০)
আউটরীচ ট্রেনিং কোর্স	-	৪	-	-	৪	(৪.৮৮)
বিএমইটি	৪	-	-	-	৪	(৪.৮৮)
গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান শিক্ষা কোর্স	-	৪	-	-	৪	(৪.৮৮)
এ্যাডভান্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম	৪	-	-	-	৪	(৪.৮৮)
ডিপ্লোমা কোর্স	-	২	২	-	৪	(৪.৮৮)
এম এস কোর্স	-	-	-	২	২	(২.৪৪)
জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনার /ওয়ার্কশপ	২	-	-	-	২	(২.৪৪)
প্রি কমিশন	-	২	-	-	২	(২.৪৪)
মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং	-	২	-	-	২	(২.৪৪)
অধ্যক্ষদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ	২	-	-	-	২	(২.৪৪)
ওসিআইসি/৭৪	২	-	-	-	২	(২.৪৪)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্স	২	-	-	-	২	(২.৪৪)
এসিএডি	-	৪	-	-	৪	(৪.৮৮)

সারণী ৫ : কলেজে বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানে সক্ষম শিক্ষকের সংখ্যা অনুসারে উত্তরদাতাদের বিস্তরণ

শিক্ষকের সংখ্যা	স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষকের সংখ্যা অনুসারে উত্তরদাতাদের বিস্তরণ												
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	মোট	(%)
২	২	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)
৩	–	২	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)
৪	২	২	১৮	–	–	–	–	–	–	–	–	২২	(২৬.৮৩)
৫	–	–	২	২	–	–	–	–	–	–	–	৪	(৪.৮৮)
৬	–	–	–	–	৮	–	–	–	–	–	–	৮	(৯.৭৬)
৭	–	–	–	–	–	২০	–	–	–	–	–	২০	(২৪.৩৯)
৮	–	–	–	–	–	২	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)
১০	–	–	–	–	–	–	২	৪	২	–	–	৮	(৯.৭৬)
১১	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২	–	২	(২.৪৪)
১২	–	–	–	–	–	–	২	২	২	–	৪	১০	(১২.২০)
১৩	–	–	–	–	–	২	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)
মোট	৪	৪	২০	২	৮	২৪	৪	৬	৪	২	৪	৮২	
%			২৪.৩৯			২৯.২৭						১০০	

* বন্ধনীর মধ্যে শতাংশ দেখানো হয়েছে ।

** মোট শিক্ষকের ৯১.৫৮ শতাংশ স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানে সক্ষম

সারণী ৬ : কলেজে বিভাগের শিক্ষকের সংখ্যা ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের সক্ষম শিক্ষকের সংখ্যা অনুসারে উত্তরদাতাদের বিস্তরণ

শিক্ষকের সংখ্যা	স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষক সংখ্যা অনুসারে উত্তরদাতাদের বিস্তরণ												
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	মোট	(%)
২	২	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)
৩	–	২	–	–	–	–	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)
৪	৮	৪	১০	–	–	–	–	–	–	–	–	২২	(২৬.৮৩)
৫	–	–	২	২	–	–	–	–	–	–	–	৪	(৪.৮৮)
৬	–	২	৪	–	২	–	–	–	–	–	–	৮	(৯.৭৬)
৭	–	১	–	৪	–	১৪	–	–	–	–	–	২০	(২৪.৩৯)
৮	–	–	–	–	–	২	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)
১০	–	–	–	–	–	–	৪	৪	–	–	–	৮	(৯.৭৬)
১১	–	–	–	–	–	–	–	–	২	–	–	২	(২.৪৪)
১২	–	–	–	–	–	২	১	–	৪	–	২	১০	(১২.২০)
১৩	–	–	–	–	২	–	–	–	–	–	–	২	(২.৪৪)

* উত্তরদাতার মধ্যে শতাংশ দেখানো হয়েছে।
** মোট শিক্ষকের ৭১.২২ শতাংশ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানে সক্ষম

সারণী ৭ : বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণে উত্তরদাতাদের অভিব্যক্তি

অভিব্যক্তির ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	
	প্রকৃত	%
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং যে জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার্থীরা বের হয়ে যাচ্ছে তা আশংকাজনক এবং জাতীয় জীবনের জন্য ক্ষতিকারক।	১০	১২.২০
বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কলেজ সমূহে সুযোগ-সুবিধার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। পরিবেশ ও শিক্ষা উপকরণের অভাব বিদ্যমান।	৬৮	৮২.৯৩
চরম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বিরাজমান	১২	১৪.৬৩
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতা কলেজ শিক্ষকদের চেয়ে বেশী	৩৮	৪৬.৩৪
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় কলেজ শিক্ষার্থীদের মেধা ও অন্যান্য যোগ্যতা অনেকাংশে কম	১০	১২.২০
কলেজ শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা বা গবেষণাধর্মী কাজ করার সুযোগ নেই	১৪	১৭.০৭
শিক্ষকদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত বই ও গবেষণা পত্র দিয়ে কলেজ সমূহের উচ্চ শিক্ষার মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান রাখার চেষ্টা করা হয়	৮	৯.৭৬
কলেজ শিক্ষকদের কর্মস্থলে বাসস্থান সুবিধা না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষক কর্মস্থলে অবস্থান করেন না, যা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায়	৬	৭.৩২
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা সুবিধাদির তুলনায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা কম এবং গুনগত মান নিম্ন	১৮	২১.৯৫

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ৮ . কলেজ সমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের সবল দিকসমূহ অনুসারে উত্তরদাতার বিস্তরণ

সবল দিকসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা*	
	প্রকৃত	%
সময়মত পরীক্ষা নেওয়ার ফলে সেশনজট থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যেতে পারে	৬৮	৮২.৯৩
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহে উচ্চশিক্ষার মান প্রায় একই রকম হবে	৪০	৪৮.৭৮
কলেজ সমূহের উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন এবং নির্ধারণ সম্ভব হবে	২০	২৪.৩৯
অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্মান এবং মাস্টার্স শ্রেণীতে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে	১০	১২.২০
কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে সুষ্ঠু ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে ।	১৮	২১.৯৫
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা অবসানের সম্ভাবনা	২০	২৪.৩৯
একই সিলেবাস প্রচলনহেতু ডিগ্রী প্রদানে গুণগত মানের সমতা বিধান	২৮	৩৪.১৫
শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়নে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ	৮	৯.৭৬
শিক্ষাঙ্গণ থেকে নৈরাজ্য দূরীকরণ	২৬	৩১.৭১
জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্ভব	১৬	১৯.৫১
কোর্স পদ্ধতি চালুর ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মধ্যে নিয়োজিত রাখা	১৬	১৯.৫১
বৈদেশিক শিক্ষা ও বৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সঠিক মেধার মূল্যায়ন	৬	৭.৩২
ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের বয়সসীমার মধ্যেই ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে	৪	৪.৮৮
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপ কমানো	৮	৯.৭৬

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ৯ : কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের দুর্বল দিকসমূহ অনুসারে উত্তরদাতাদের বিস্তরণ

দুর্বল দিকসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা*	
	প্রকৃত	%
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসগুলির মধ্যে কিছু মারাত্মক ত্রুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, (পাস ও সম্মান উভয় কোর্সে)	৮	৯.৭৬
দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম একটি মাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠুভাবে সম্ভব নয়	৩২	৩৯.০২
সরকারী কলেজ বলে বদলীপ্রাপ্ত সব শিক্ষকই স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ানোর ক্ষমতা রাখেনা, ফলে শিক্ষার মান কমে যাবে	২২	২৬.৮৩
কলেজগুলোতে যথাসময়ে জরুরী তথ্যাদি প্রেরণ বিলম্ব হওয়া	২০	২৪.৩৯
একাডেমিক ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের কেন্দ্রীকরণ	২৮	৩৪.১৫
ব্যাপক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি থেকেই যাবে যদি না কর্তৃপক্ষ দক্ষ ও সচেতন হয়	১০	১২.২০
সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা	১০	১২.২০
আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি	৬	৭.৩২
সরকারী বিধিবিধানের প্রতি অহেতুক নির্ভরতা	৬	৭.৩২
পরীক্ষা সমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন এবং ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি অনুসরণের অভাব	২০	২৪.৩৯
এ চিহ্নিত ইংরেজী ১০০ নম্বর চালু করা হয়েছে অথচ পর্যাপ্ত শিক্ষক দেয়া হয়নি ।	৬	৭.৩২
দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে	৩৪	৪১.৪৬
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নতুন সুতরাং এর দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে এখনো সময়ের প্রয়োজন	৬	৭.৩২
সিলেবাস অনুযায়ী বাংলাভাষায় রচিত বইয়ের অভাব	৪	৪.৮৮
যথা সময়ে সিলেবাস না পাওয়া	১০	১২.২০

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১০ : বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অসুবিধা/সমস্যাসমূহ

সমস্যার প্রকৃতি	উত্তরদাতার সংখ্যা*	
	প্রকৃত	%
যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব ও শিক্ষক স্বল্পতা	৬৬	৮০.৪৯
লাইব্রেরী ও অন্যান্য উপকরণের স্বল্পতা	৬২	৭৫.৬১
ওয়ার্কশপ, সেমিনার গবেষণার সুযোগ দানের অভাব	৩০	৩৬.৫৯
আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করা	১০	১২.২০
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা	১০	১২.২০
শ্রেণীকক্ষ ও আসবাব পত্রের স্বল্পতা	৫২	৬৩.৪১
ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপকতা	১৪	১৭.০৭
অধিকাংশ কলেজের অনুন্নত বস্তুগত অবকাঠামো	১০	১২.২০
দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বদলীজনিত সমস্যা	১৬	১৯.৫১
সিলেবাস অনুযায়ী বাংলাভাষায় রচিত বইয়ের অভাব	২০	২৪.৩৯
পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন এবং পরীক্ষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি অনুসরণের অভাব	১২	১৪.৬৩
ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশে উপস্থিতির ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য	১০	১২.২০
পরীক্ষা বিষয়ক দুর্নীতি ও নকল প্রবণতা বিদ্যমান	৮	৯.৭৬
একই শিক্ষককে উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াতে হয় এতে বক্তব্য পৃথক করতে সমস্যা হয়	৮	৯.৭৬
গবেষণাগার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব	৩০	৩৬.৫৯
শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অভাব	২০	২৪.৩৯

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন।

সারণী ১১ : বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার সপক্ষে যুক্তি

যুক্তির প্রকৃতি	উত্তরদাতার সংখ্যা*	
	প্রকৃত	%
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসন সংখ্যা সীমিত । কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির চাপ কমানোর জন্য এ ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন	৬৪	৭৮.০৫
ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষা চালু রাখা প্রয়োজন এবং তা যে কোন অবস্থাতেই	৪৬	৫৬.১০
প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে	৪২	৫১.২২
সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে কখনোই কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়নি বিধায় ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে উচ্চ শিক্ষা চালু রাখা প্রয়োজন	১৪	১৭.০৭
বর্ধিত জনসংখ্যাকে দক্ষ কর্মীতে রূপান্তরিত করার জন্য ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের হার বৃদ্ধির জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজন	২৮	৩৪.১৪
নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক আর্থিক ঝুঁকি থেকে সরকারকে অব্যাহতি দিতে এ ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন	১৪	১৭.০৭
শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ করার ফলে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ হবে	১৩	১৫.৫১
কলেজ শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী ও গবেষণামুখী করে উন্নয়ন করার সুযোগ থাকবে এবং কলেজসমূহে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে সামগ্রিক সমস্যার ইতিবাচক সমাধান দেবে	২০	২৪.৩৯

** একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১২: বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন

সুবিধার ক্ষেত্র	সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে উত্তরদাতার সংখ্যা				
	পর্যাপ্ত	চলনসই	অপর্যাপ্ত	অনুপস্থিত	মোট (%
শ্রেণীকক্ষ সুবিধা	৪ (৪.৮৮)	২৬ (৩১.৭১)	৫০ (৬০.৯৮)	--	৮০ (৯৭.৫
গ্রন্থাগার সুবিধা	৪ (৪.৮৮)	২৮ (৩৪.১৫)	৪৬ (৫৬.১০)	২ (২.৪৪)	৮০ (৯৭.
গবেষণাগার সুবিধা	–	৮ (৯.৭৬)	২৬ (৩১.৭১)	৪৪ (৫৩.৬৬)	৭৮ (৯৫.
পাঠকক্ষ সুবিধা	–	২০ (২৪.৩৯)	৩৬ (৪৩.৯০)	২২ (২৬.৮৩)	৭৮ (৯৫.
শিক্ষকদের পদসংখ্যা	–	–	১০ (১২.২০)	–	১০ (১২
জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী	–	–	৫ (৬.১০)	১০ (১২.২০)	১৫ (১৮.
সেমিনার সুবিধা	–	২ (২.৪৪)	২ (২.৪৪)	২ (২.৪৪)	৬ (৭.৩-
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর অভাব	–	–	৪ (৪.৮৮)	–	৪ (৪.৮৮
শিক্ষা উপকরণ	–	–	৬ (৭.৩২)	৮ (৯.৭৬)	১৪ (১৭.০

* বন্ধনীর মধ্যে শতাংশ দেখানো হয়েছে ।
** একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১৩ : ভূমিকা পালনকারী সংস্থা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে বিদ্যমান অসুবিধা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ

করণীয় পদক্ষেপসমূহ	ভূমিকা পালনকারী সংস্থা (উত্তরদাতার সংখ্যা)				
	জা: বিশ্ব:	সরকার	কলেজ কর্তৃপক্ষ	অন্যান্য	মোট(%)
যোগ্য ও পর্যাপ্ত শিক্ষকের নিয়োগদান	-	৬৪	-	-	৬৪(৭৮.০৫)
দেশী-বিদেশী লেখকদের বই পুস্তক ক্রয়	-	২০	-	-	২০(২৪.৩৯)
শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ	৬	৩৬	-	-	৪২(৫১.৩০)
পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, পাঠকক্ষ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা	৬	৫৬	৪	-	৬৬(৮০.৪৯)
সেশনজট দূর করা এবং ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস মুক্ত করা	৮	১২	৮	২০	৪৮(৫৮.৫৭)
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি নিয়ন্ত্রণ	৬	-	৬	-	১২(১৪.৬৩)
প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদ সৃষ্টিসহ অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দান	৮	-	-	-	৮ (৯.৭৬)
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহের শিক্ষকদের বদলী না করা	-	২২	-	-	২২(২৬.৮৩)
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স তুলে দেয়া	-	৪	-	-	৪ (৪.৮৮)
ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা	-	-	৬	-	৬ (৭.৩২)
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিজিটিং প্রফেসরের ব্যবস্থা	৮	-	-	-	৮ (৯.৭৬)

* জা: বিশ্ব: = জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ।
* বন্ধনীর মধ্যে শতাংশ দেখানো হয়েছে ।
** একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১৪ : বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীতব্য জরুরী ব্যবস্থাবলী

সুবিধা/পদক্ষেপ	উত্তরদাতার সংখ্যা	
	প্রকৃত	%
শ্রেণীকক্ষ সুবিধা বৃদ্ধি করা	৭২	৮৭.৮০
গ্রন্থাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা	৭২	৮৭.৮০
গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা	৬৪	৭৮.০৫
পাঠকক্ষ সুবিধা বৃদ্ধি /সম্প্রসারণ করা	৫৮	৭০.৭৩
শিক্ষকদের শূন্যপদগুলো জরুরী ভিত্তিতে পূরণ করা	৭৪	৯০.২৪
প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা	৭৬	৯২.৬৮
উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা	৪২	৫১.৩০
শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	৬৬	৮০.৪৯
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি/বৃদ্ধি করা	৫০	৬০.৯৮
ক্যাম্পাস সন্ত্রাস মুক্ত করা	৫৬	৬৮.২৯
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটানো	৪৪	৫৩.৬৬
বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ইনসেনটিভ প্রদান করা	৬৬	৮০.৪৯
শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ রাজনীতি থেকে বিরত করা	৪৪	৫৩.৬৬
ছাত্রদেরকে রাজনীতি থেকে বিরত রাখা	৪৪	৫৩.৬৬
শিক্ষকদের পদোন্নতিভিত্তিক বদলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহে করা	৬৬	৮০.৪৯
খেলাধুলা ও বিনোদন সুবিধার উন্নয়ন ঘটানো	৩৬	৪৩.৯০
ক্যাম্পাসকে বাইরের প্রভাবমুক্ত রাখা	৪৬	৫৬.১০
ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করা	৪	৪.৮৮
ভর্তির ক্ষেত্রে বাইরের চাপ ও প্রভাব সম্পূর্ণ বন্ধ করা	৮	৯.৭৬
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় বিলুপ্ত করা	৮	৯.৭৬

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১৫ . বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে শিক্ষার গুণগতমানের তারতম্য সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত ।

তারতম্যের প্রকৃতি	উত্তরদাতার সংখ্যা	
	প্রকৃত	%
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষকগণ পাঠদান করেন	৫২	৬৩.৪১
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা বেশী থাকায় শিক্ষকগণ কেবলমাত্র নিজ নিজ শাখায় (বিষয়ের) পাঠদান করেন, অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য শিক্ষকগণকে বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় পাঠদান করতে হয় , এর ফলে শিক্ষার গুণগত মানের তারতম্য হয়	৩৮	৪৬.৩৪
সীমিত সংখ্যক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ পরিবেশে অপেক্ষাকৃত উন্নত জ্ঞান লাভ করতে পারে	৩২	৩৯.০২
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোর্স পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করে ফলে কলেজসমূহের শিক্ষার্থীদের চেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভে সক্ষম হয়	১৮	২১.৯৫
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ভোগ করে	৪০	৪৮.৭৮
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ও বাংলার ব্যবহার থাকলেও কলেজসমূহে শুধু বাংলা ব্যবহৃত হওয়ায় মাধ্যমগত বৈষম্য দেখা দিয়েছে	৮	৯.৭৬
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা বিদ্যমান	৬	৭.৩২
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তক, সেমিনার, গবেষণাগার ইত্যাদির অভাব প্রকট	৮	৯.৭৬

। একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১৬ : বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার তারতম্যের আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

আর্থ-সামাজিক প্রভাবের প্রকৃতি	উত্তরদাতার সংখ্যা	
	প্রকৃত	%
একই দেশে দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা/পূর্বতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু থাকার ফলে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি	২৮	৩৪.১৫
বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে শিক্ষিত যুবকদের মনমানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকে, ফলে কর্মসংস্থানের দিক থেকে কলেজ গ্রাজুয়েটরা বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়ছে এবং চাকুরীক্ষেত্রে নির্বাচনের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে	৭৪	৯০.২৪
শিক্ষার মানগত অধোগতি রোধ করতে না পারলে আর্থ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে দক্ষতার মারাত্মক ধ্বস ঠেকানো যাবে না । সবকিছু অচলায়তনে বন্দি হয়ে পড়বে	৩০	৩৬.৫৯
মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষকতা পেশায় ধরে রাখার জন্য শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে । অন্যথায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে	১২	১৪.৬৩
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের Out-Look সুন্দর হয় না । উচ্চ ডিগ্রী লাভ করলেও সিলেবাস ভিত্তিক সীমিত জ্ঞানের জন্য বেকার থাকতে হয় । ফলে নানাবিধ অসামাজিক অপকর্মে লিপ্ত হয়	১৬	১৯.৫১

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১৭ : বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার তারতম্য দূরীকরণে উত্তরদাতাদের মতামত

মতামতের বিবরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	
	প্রকৃত	(%)
জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একই শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনুসরণ	৩২	৩৯.০২
কলেজ সমূহে যদি উচ্চশিক্ষার সুযোগ চালু রাখতেই হয় তা হলে প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধা ও লজিস্টিকস সাপোর্ট নিশ্চিত করতে হবে	৩২	৩৯.০২
কলেজ সমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক পদসৃষ্টি ও শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে	৩৪	৪১.৪৬
কলেজ শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দানের জন্য দেশে এবং বিদেশে সুযোগ দিতে হবে	২২	২৬.৮৩
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা মাঝে মাঝে ক্লাশ নেওয়ার ব্যবস্থা করা	১৮	২১.৯৫
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যোগ্যতা ভিত্তিক সীমিত রাখতে হবে	১৪	১৭.০৭
বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রার্থীদের চাকুরীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা ভিত্তিক যাচাই পূর্বক সমান সুযোগ দেওয়া উচিত	৮	৯.৭৬
কলেজগুলোতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপসহ অছাত্র মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে । পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটায় এমন রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ রাখতে হবে	১০	১২.২০
সেমিনার ও লাইব্রেরীকে প্রয়োজনীয় বইয়ে সমৃদ্ধ করতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে	১২	১৪.৬৩
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা	৬	৭.৩২

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সারণী ১৮ . উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের মধ্যে গৃহীতব্য নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ *

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	
	প্রকৃত	%
মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কলেজ শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা	৫৩	৬৪.৬৩
বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ/সেমিনারের মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা	৫০	৬০.৯৮
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, সেমিনার ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য কলেজ শিক্ষক ও ছাত্রদের সুযোগ প্রদান করা	২৪	২৯.২৭
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কলেজ পর্যায়ে কিছু সময়ের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ	১৮	২১.৯৫
ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সফরের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া	১৬	১৯.৫১
পরীক্ষার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জড়িত করা	১০	১২.২০
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের জন্য একই সিলেবাস হওয়া উচিত	১০	১২.২০
ভর্তির সময় কঠোর মান ও সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত	৬	৭.৩২
একাডেমিক কাউন্সিলসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কমিটি সমূহে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের ব্যাপক হারে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে	১২	১৪.৬৩

* একজন উত্তরদাতা এক বা একাধিক উত্তর দিয়েছেন ।

সংযোজনী-২

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

"বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রকৃতি, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক গবেষণা/সমীক্ষা।

প্রশ্নমালা জরীপ

(বি:দ্র: প্রদত্ত তথ্য কেবল মাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)

ক) উত্তরদাতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্যাবলী :

১। নাম .... ২ক। বয়স ....বৎসর

২খ। পদবী........................ ৩। পেশা...............

৪। পেশাভিত্তিক অভিজ্ঞতা ....

৫। শিক্ষাগতযোগ্যতা :

শিক্ষার পর্যায়	স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	প্রাপ্ত শ্রেণী/বিভাগ
ক. পিএইচ ডি/সম্মান		
খ. স্নাতকোত্তর		
গ. স্নাতক/স্নাতক(সম্মান)		
ঘ. এইচ এস সি		
ঙ. এস এস সি		

৬। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
১।		
২।		
৩।		
৪।		
৫।		

খ). কলেজের/বিভাগের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী :

৭। আপনার বিভাগে কতজন শিক্ষক আছেন ? .... জন

৮। এঁদের মধ্যে কতজন স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রদানে কার্যকরীভাবে সক্ষম বলে আপনি মনে করেন ? .... জন

৯। এঁদের মধ্যে কত জন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদানে কার্যকরীভাবে সক্ষম বলে আপনি মনে করেন ? .... জন

১০। আপনার বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের জন্য কি ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে ? (টিক চিহ্ন দিন)

কোর্স পদ্ধতি	মিশ্র পদ্ধতি	সনাতনী পদ্ধতি
[ ]	[ ]	[ ]

১১। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণে (প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষার গুনগত মান ইত্যাদি) আপনার অভিব্যক্তি কি ?

১২। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করত। এখন সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। আপনার মতে -

ক. এ ব্যবস্থার সবল দিকগুলি কিকি ?

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

৫। ....

খ. এব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলি কিকি ?

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

৫। ....

১৩। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার অসুবিধা/সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন ?

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

৫। ....

১৪। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার স্বপক্ষে আপনার যুক্তি দিন ?

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

৫। ....

১৫। আপনার বিভাগের নিম্নোক্ত সুবিধাবলীর পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করুন (টিক চিহ্ন দিন)।

সুবিধার ক্ষেত্র	পর্যাপ্ত	চলনসই	অপর্যাপ্ত	অনুপস্থিত
ক. শ্রেণীকক্ষ সুবিধা				
খ. গ্রন্থাগার সুবিধা				
গ. গবেষণাগার সুবিধা				
ঘ. পাঠকক্ষ সুবিধা				
ঙ. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				

গ) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী .

১৬। ১৩ নং প্রশ্নে উল্লিখিত অসুবিধা/সমস্যাবলী দূরীকরণে কার/কাদের কি ধরণের পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

করণীয়	ভূমিকা পালনকারী প্রস্তাবিত ব্যক্তি/সংস্থা
ক.	
খ.	
গ.	
ঘ.	
ঙ.	

১৭। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নিম্নোক্ত কি কি ব্যবস্থাবলী জরুরী ভিত্তিতে নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন (টিক চিহ্ন দিন)

[ ] শ্রেণীকক্ষ সুবিধা বৃদ্ধি করা ।

[ ] গ্রন্থাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা ।

[ ] গবেষণাগার সুবিধা বৃদ্ধি করা ।

[ ] পাঠকক্ষ সুবিধা বৃদ্ধি/সম্প্রসারণ করা

[ ] শিক্ষকদের শূন্য পদগুলো জরুরী ভিত্তিতে পূরণ করা ।

[ ] প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা ।

[ ] উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা ।

[ ] শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

[ ] সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণাগার সুযোগ সৃষ্টি/বৃদ্ধি করা ।

[ ] ক্যাম্পাস সন্ত্রাস মুক্ত করা ।

[ ] বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ এর উন্নয়ন ঘটানো ।

[ ] বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে ইনসেনটিভ প্রদান করা ।

[ ] শিক্ষকদেরকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ রাজনীতি থেকে বিরত করা ।

[ ] ছাত্রদেরকে রাজনীতি থেকে বিরত রাখা ।

[ ] শিক্ষকদের পদোন্নতিভিত্তিক বদলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সমূহের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[ ] খেলাধুলা ও বিনোদন সুবিধার উন্নয়ন ঘটানো।

[ ] ক্যাম্পাসকে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....।

১৮। আপনার মতে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের শিক্ষার গুণগত মানের তারতম্য আছে কি?

হ্যাঁ [ ] না [ ]

১৯। উত্তর হ্যাঁ হলে, কি ধরণের তারতম্য আছে বলে আপনি মনে করেন?

....

ক. ....

খ. ....

গ. ....

ঘ. ....

ঙ. ....

২০। জাতীয় পর্যায়ে এসকল তারতম্যের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব কি বলে আপনি মনে করেন?

....

ক. ....

খ. ....

গ. ....

ঘ. ....

ঙ. ....

২১। এ তারতম্য দূরীকরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনার মনে হয় ?

....
ক. ....
খ. ....
গ. ....
ঘ. ....
ঙ. ....

২২। আপনি কি মনে করেন কলেজ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন ? (টিক চিহ্ন দিন)।

হ্যাঁ [ ]   না [ ]

২৩। উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে/কি প্রক্রিয়ায় এই নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যায় বলে আপনি মনে করেন।

....
ক. ....
খ. ....
গ. ....
ঘ. ....
ঙ. ....

২৪। অন্য কোন মন্তব্য (যদি থাকে)।

....
ক. ....
খ. ....
গ. ....
ঘ. ....
ঙ. ....

গ্রন্থপঞ্জি

Altbach, Philiph G.. Higher Education in the Third World : Themes and Variations, Radiant Publishers, Kalkaji, New Delhi, 1987.

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics Education System of Bangladesh : a descriptive details. Dhaka, BANBEIS, 1992.

BANBEIS. Bangladesh Educational Statistics, 1991, Ministry of Education. Dhaka, 1992.

Bangladesh Commission on National Education. Report of the Commission on National Education, Dhaka, 1974.

Dean, Edwin (ed). Education and Economic Productivity. Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1984.

Government of the People's Republic of Bangldesh. The Fourth Five Year Plan 1990-95, Planning Commisson, Dhaka, 1991.

Huq, Muhammand S.. Higher Education and Dilemas of Poor Countries. A Search for New in Bangladesh. The Foundation for Research Educational Planning and Development, Bangladesh, Dhaka University ; 1975.

Jones, Philip W. . International Policies for Third World Education. Unes Co. Literacy and Development, London and New York, Routledge, 1988.

Psacharopouloj, George. The Economics of Higher Education in Developing Countries, Comparative Education Review. Vol. 26, No.2, June, 1982.

Rahman, Mir Obaidur. Policy Implication of the Return Criterion in Higher Educational Investment Planning . The Case of Bangladesh. Bangladesh Journal of Public Administration, Vol. II, Number II, July, 1988.

Ransom, Angela et.al. Improving Higher Education in Developing Countries, EDI Seminar Series, The World Bank, Washington D.C. 1993.

Sharma, A. P.. Contemporary Problems of Education (with Special Reference to India), Vani Educational Books, 1984.

Simmons, Jhon (ed). The Educational Dilema . Policy Issues for Developing Countries in the 1980s. London. Pergamon Press, 1980.

World Bank. Bangladesh . Education and Training Sector Memorandum, Washington, 1978.

আনোয়ার, এ, কে, এম খোরশেদ. আবহমান . সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ বার্ষিকী, ১৯৯৩ ।

আবেদীন, মো: জয়নুল ও তৌহিদুজ্জামান, মো:. এক নজরে পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, আদর্শ ছাপাখানা, পটুয়াখালী, ১৯৮৯।

ইসলাম, প্রফেসর এ এফ এম নূরুল. সরকারী কলেজ প্রশাসন . সমস্যা ও সম্ভাবনা, সেমিনার পেপার সপ্তদশ সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

সিদ্দিকী, কাজল. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন : উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় এর ভূমিকা ও কার্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১২, জানুয়ারী, ১৯৯৪ ।